



যশোরে ছাত্রদল কর্মী ছত্রিকাহত : সিটি কলেজ বন্ধ ঘোষণা

(স্টাফ রিপোর্টার)

যশোর, ৫ই ফেব্রুয়ারী।—আজ সকালে যশোর সিটি কলেজে ছাত্রদল কর্মী দ্বিতীয় বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র মামুন আশরাফুল মজিদ মোহেল (১৮)কে কয়েক ব্যক্তি ছত্রিকাহত করে। গুরুতর অব-
(শেষ পৃঃ ৬-এর কলাম ২ঃ)

যুবকের মৃত্যু

(১ম পৃঃ পর)

ডিউটি দেয়া কালীন তিনজন যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে চ্যালেঞ্জ করেন। যুবক তিনজন তখন দমত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এর মধ্যে দুজন পালিয়ে যায় এবং আবুল হোসেন নামে একজন যুবক দেয়াল টপাকিয়ে পালিয়ে গিয়ে আটকা পড়ে ও জখম হয়। তখন দেশ প্রহরীরা স্থানীয় লোক জনের সহায়তায় আবুল হোসেনকে একটি চাপাতিসহ ধরে ফেলে। তারা আবুল হোসেনকে বেদম মারধোর করে গুরুতর রক্তাক্ত ও ফোলা অবস্থায় ধানমন্ডি থানায় সোপর্দ করে। আবুল হোসেনের অবস্থা খারাপ দেখে ধানমন্ডি থানার কর্তব্যরত ডিউটি অফিসার সাথে সাথে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পুনরায় তাকে ধানমন্ডি থানা হেফাজতে আনা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে যে থানা হেফাজতে থাকাকালীন গতকাল সকাল আনমান সাড়ে ৮টার সময় আবুল হোসেনের শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হলে তাকে চিকিৎসার জন্য পুনরায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সকাল আনমান সেরা নয়টার সময় উক্ত জখমী আবুল হোসেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন মারা যায়। এ ব্যাপারে ধানমন্ডি থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আবুল হোসেনের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় যে আবুল হোসেন জখমী অবস্থায় পুলিশের কাছে স্বীকার করেছিল যে চুরি করার উদ্দেশ্যে সে তার সঙ্গের লোকজনসহ এলাকায় ঘোরাফেরা করতে ছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় সে একটি সংঘবদ্ধ গাঢ়ীভাসা ও চোরাই দলের সক্রিয় সদস্য ছিল। এ ব্যাপারে জোর তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

আবুল হোসেন চাঁদপুর জেলার সাহারিস্ত থানার নান্দা গাও গ্রামের মৃত ফরিদউদ্দিনের ছেলে।

গত রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সন্ধ্যা বলা হয়েছে যে আবুল হোসেনকে মৃত অবস্থায় গতকাল সকাল ৯টা ১০ মিনিটে হাসপাতালে আনা হয়েছে। হাসপাতালের ইমর-জেন্সী রেজিস্ট্রেশনে (নং ৪০৭৬-২৬) তা উল্লেখ রয়েছে। মনির